মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অসমর্থিত ধারণা!

এবারের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ইউএনডিপি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করলেও এর সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য এবং দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র দেখাতে পারেনি ....লিখেছেন মাহমুদ হানিফ

বিকাশমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজুড়ে রাজনৈতিক সংঘাতের পাশাপাশি সম্প্রতিকালে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও বেশ প্রবল হয়ে উঠছে। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রতিফলিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ভাষা, ধর্ম, প্রথা ও গোষ্ঠীগত বিরোধে, যার অনেক কিছুই আমরা জানি না বা জানতে পারি না। তবে সংস্কৃতিগত এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে বিষয়টা একই সঙ্গে পরিষ্কার করে তুলছে তা হলো বিশ্বায়ন, বিশ্বের মানুষের জাতিগত ও স্থানীয় পরিচয়কে হুমকির সম্মুখীন করেছে। গত শতকের শেষ ভাগেই জোরেশোরে বলা হয়েছে যে, অর্থনীতির বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের তথা গরিব দেশগুলোর আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করছে। আর নতুন শতাব্দীর সূচনাপ্রান্তে এর সঙ্গে যুক্ত হলো সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি। এ প্রেক্ষিতে চলমান বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ প্রকাশিত হলো। গত ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সারা বিশ্বে একযোগে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে বহুমাত্রিক বিশ্বে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। মূল অনুষ্ঠানটি হয় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয় এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এতে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকে তুলে ধরেন বাংলাদেশে ইউএনডিপির প্রতিনিধি ল্যারি মারামিস। প্রতিবেদনের নানা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা : অসমর্থিত ধারণা!

ইউএনডিপি মনে করছে, মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রতিবেদনের বলা হয়েছে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হলো এমন একটি বিষয় যেখানে মানুষ তার বেঁচে থাকার, চলার, কথা বলার ও ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করবার স্বাধীনতা পায়। কিন্তু গণতন্ত্র ও বিশ্বায়নের এই যুগেও বিশ্বের প্রায় ৫২ কোটি মানুষ তার স্বতন্ত্র জীবনধারা থেকে নির্বাসিত, ৭৫ কোটি মানুষ অর্থনীতির মুল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ৮৩ কোটি লোক রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বর্তমান বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দেশে যে পরিমাণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, তারা এসব দেশের সমন্বিত জনসংখ্যার ১০%-এর বেশি। এসব তথ্য তুলে ধরে ইউএনডিপি বলেছে যে, আগামী দিনে বিশ্বায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জই হলো এসব মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং বিভিন্ন জাতিসত্তা ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা।

প্রতিবেদনে সাংস্কৃতিক সংঘাতের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা টেনে আনা হয়েছে, চিহ্নিত করা হয়েছে কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, কোন রাষ্ট্র নয়। আর এটি করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। বরং রাষ্ট্রের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু বাংলাদেশেই নয়, লিবিয়া ও মালেশিয়াতেও আছে। ইউএনডিপি প্রতিবেদনে অবশ্য স্বীকার করা হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা শুধু ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও আছে। এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে নেপালের হিন্দুত্ববাদ, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া ও কোস্টারিকায় ক্যাথলিক ধর্মের চর্চা এবং ভুটান ও থাইল্যান্ডে বৌদ্ধ ধর্মের কথা। এসব ক্ষেত্রে ধর্ম ও সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন বিশেষত সংখ্যাগুরুরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রতিবেদনে এ বিষয়গুলোর সমালোচনা করে একটি বহুমুখী সাংস্কৃতিক ধারণা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গণতন্ত্র ও সমবন্টিত প্রবৃদ্ধি এই প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং রাষ্ট্রের তরফ থেকে এজন্য সক্রিয় নীতিসমর্থন প্রয়োজন, যা সংখ্যালঘুদের বা

এভাবে বিশ্বে সংস্কৃতির বহুমাত্রিক দিক ও তার ব্যত্যয় নিয়ে নানা পর্যালোচনা থাকলেও সেগুলোর সঙ্গে মানব উন্নয়নের সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়নি এই প্রতিবেদনে। এর কোনো প্রতিফলন উঠে আসেনি সূচকে। ইউএনডিপির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ল্যারি মারামিস এ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এই ধারণাটি এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে বলে এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী কোনো জরিপ করা হয়নি

সংখ্যালঘু জাতিসত্তা অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা দেবে।

এভাবে বিশ্বে সংস্কৃতির বহুমাত্রিক দিক ও তার ব্যত্যয় নিয়ে নানা পর্যালোচনা থাকলেও সেগুলোর সঙ্গে মানব উন্নয়নের সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়নি এই প্রতিবেদনে। এর কোনো প্রতিফলন উঠে আসেনি সূচকে। ইউএনডিপির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ল্যারি মারামিস এ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এই ধারণাটি এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে বলে এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী কোনো জরিপ করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিষয়টি মূলত একটি গুণগত বিষয় তা পরিমাণগত বা সংখ্যাগতভাবে প্রকাশ করা কঠিন। জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের প্রথম লক্ষ্য হলো, স্বাধীনতা যেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দু'য়ের কোনো সূচক বা নির্দেশক তৈরি করা হয়নি।

আবার বাংলাদেশসহ আরো কয়েকটি দেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় বলে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, তা খানিকটা বিভ্রান্তিকরও বটে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত দেওয়ায় স্বভাবতই বহু বছর ধরে কেউ আর বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করে না। একইভাবে নেপাল বিশ্বের হিন্দু রাষ্ট্র বলেই চিহ্নিত হয়ে আছে বহু বছর ধরে। ফলে, বিষয়গুলো নতুন কিছু নয়। আবার ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার কথা বলা হলেও কথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের পিছিয়ে থাকার বা সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। ভারতে বিশেষত গুজরাট হত্যাযজ্ঞের পর মুসলমানদের দুরবস্থা এমনি একটি উদাহরণ হতে পারত। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সকে ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলা হলেও ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রতি যে বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে বেড়েছে, তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একইভাবে সংখ্যালঘু হয়েও যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে সুবিধাভোগী ইহুদিদের দৃষ্টান্তও উঠে আসেনি প্রতিবেদনে।

তার মানে বলা যায় যে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং এর সঙ্গে মানব উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ধারণাটি এখনও সমর্থিত বা প্রমাণিত হয়নি প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশ: সূচকে অগ্রসর হচ্ছে

প্রতিবেদনে ১৭৭টি দেশকে মানব উন্নয়ন সূচকের মানের ভিত্তিতে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন মানব উন্নয়নের কাতারভুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ৫৫টি দেশ উচ্চ, ৮৬টি মধ্যম এবং ৩৬টি দেশ নিম্ন মানব উন্নয়নের তালিকায় স্থান পেয়েছে। গত বছরের মতো এবারও সূচক তালিকায় শীর্ষে আছে নরওয়ে। তারপর সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের অবস্থান। আর সবার নিচে আছে সিয়েরা লিওন।

মানব দারিদ্র্য সূচকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৯৫টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে গত বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের অবস্থান ৭২। আর দারিদ্র্যের বিবেচনায়ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। ইউএনডিপির তথ্য অনুসারে, এখনো বাংলাদেশে ৪৯.৮% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে

সূচকে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৮। আগের বছর মানে ২০০৩ সালে ১৭৫টি দেশের মধ্যে ছিল ১৩৯। আর ২০০২ সালে ১৭৩টি দেশের মধ্যে এই অবস্থান ছিল ১৪৫। তার মানে বাংলাদেশ কিছুটা এগোচ্ছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার সূচকের গড় মানের চেয়ে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাপনের মানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকের মানে দক্ষিণ এশিয়ার গড় দশমিক ৫৮৪ হলেও বাংলাদেশের সূচকের মান দশমিক ৫০৯।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। দক্ষিণ এশিয়ায় সবার ওপরে আছে মালদ্বীপ যার অবস্থান ৮৪তম। তারপর শ্রীলঙ্কা ৯৬তম, ভারত ১২৭তম, ভুটান ১৩৪তম, নেপাল ১৪০তম এবং সবার নিচে আছে পাকিস্তান ১৪২তম। পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের বাকি দেশগুলো মধ্যম মানের শ্রেণীভুক্ত।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ গড় প্রত্যাশিত আয়ু, নারী শিক্ষার হার, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের মতো নির্দেশকগুলোতে কিছুটা এগিয়েছে। ২০০২ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল উন্নীত হয়েছে ৬১.১ বছরে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ শিক্ষায় নারীদের সম্মিলিত প্রবেশের হার এখন ৫৪ শতাংশ, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা আছে ৪৮ শতাংশ মানুষের এবং ৯৭ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানি পান করে। অবশ্য শেষ তথ্যটির সঙ্গে দ্বিমত করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কারণ, দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৯ জেলার মানুষ আজ আর্সেনিক সমস্যার হুমকির মুখে আছে।

তবে বয়স্ক শিক্ষায় বাংলাদেশ এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সবার নিচে। ২০০২ সালের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষের মাত্র শতকরা ৪১ দশমিক ১ ভাগের স্বাক্ষরজ্ঞান আছে। অথচ মালদ্বীপে এই হার ৯৭.২%, শ্রীলঙ্কাতে ৯২.১%, ভারতে ৬১.৩%, ভুটানে ৪৭%, নেপালে ৪৪% এবং পাকিস্তানে ৪১.৫% ।

মানব দারিদ্র্য সূচকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৯৫টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে গত বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের অবস্থান ৭২। আর দারিদ্র্যের বিবেচনায়ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। ইউএনডিপির তথ্য অনুসারে, এখনো বাংলাদেশে ৪৯.৮% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ৫ বছরের নিচে শিশুদের ৪৮ শতাংশেরই শারীরিক ওজন প্রত্যাশিত মানের চেয়ে কম।

মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও নিম্ন আয়ের দেশের বিচারে ভালো নয়। ২০০২ সালের হিসাবে বিশ্বের গড় মাথাপিছু জিডিপি ৫ হাজার ১৭৪ মার্কিন ডলার, দক্ষিণ এশিয়ায় এই গড় ৫১৬ ডলার এবং নিম্ন আয়ের দেশে ৪৫১ ডলার। অথচ বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জিডিপি মাত্র ৩৫১ মার্কিন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মাথাপিছু জিডিপি : মালদ্বীপ ২ হাজার ১৮২ ডলার, শ্রীলঙ্কা ৮৭৩ ডলার, ভুটান ৬৯৫ ডলার, ভারত ৪৮৭ ডলার, পাকিস্তান ৪০৮ ডলার এবং নেপাল ২৩০ ডলার।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সাল থেকে ইউএনডিপি প্রতি বছর এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। পাকিস্তানের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মাহবুবুল হক মানব উন্নয়ন সূচকটির তাত্ত্বিক রূপ তৈরি করেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক প্রস্তুত করা হয়।